দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

শিক্ষকদের ইংরেজি প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দেশের মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের ইংরেজি প্রশিক্ষণের জন্য সরকারের একটি প্রকল্প রহিয়াছে। ইহার নাম ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বা সংক্ষেপে ইএলটিআইপি। প্রকল্পটি ইংরেজি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও এই ভাষার শিক্ষাদান কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে। বিগত বৎসরগুলিতে যেখানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজিতে ফেল করিত, সেখানে বর্তমানে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দরুন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অনেক ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞের মতে, এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বিএড, এমএড বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যেকোন প্রশিক্ষণের তুলনায় অধিকতর ফলপ্রসূ। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষকের অভাব ও বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের অংশ কর্তন করার ফলে খোদ এই প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। আর্থিক সংকট ও স্থায়ী অবকাঠামোর অভাবে প্রকল্পের গতিধারা চলিতেছে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ৬৪ জেলায় স্যাটেলাইট রিসোর্স সেন্টার খুলিবার কথা থাকিলেও মাত্র ২৭টি জেলায় ইহার কার্যক্রম বিদ্যমান। কিন্তু সেখানেও বিরাজ করিতেছে প্রবল জনবল সংকট। ২২৯টি পদের বিপরীতে কর্মরত রহিয়াছেন মাত্র ১০৫ জন।

ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া প্রকল্পটির ভগ্নদশা অচিরেই দূর করা প্রয়োজন। জানা যায়, ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম ডিএফআইডির সহায়তায় প্রকল্পটি চালু হয়। ৫ বৎসর মেয়াদান্তে ২০০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অর্থায়নে দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়, যাহার মেয়াদ শেষ হইবে ২০০৮ সালের জুন মাসে। প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হইবার আগেই এ ব্যাপারে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। এ ধরনের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরই হইবে সর্বোত্তম। তবে আরো ভাল হয় যদি প্রকল্পটিকে একটি স্বাধীন 'ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট' হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যায়।

এ পর্যন্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে ৩২,৫৬০ জন শিক্ষক ও পরীক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছেন। সাম্প্রতিককালে ইংরেজী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক সাফল্য বা পরিবর্তনের পশ্চাতে তাহাদের অবদান অপরিসীম। তবে শুধু পরীক্ষায় পাসের জন্যই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহা হইতে হইবে বাস্তবভিত্তিক। বলা যায়, বাস্তবতার কারণেই বর্তমান আধুনিক যুগে ইংরেজি জানা একান্ত অপরিহার্য। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াই বলিতে হয়, ইংরেজি না জানিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি সুখ-সমৃদ্ধি ও বিশ্বপরিমণ্ডলে নতুন মাত্রায় ক্ষমতায়নের সহায়ক। কিন্তু ইংরেজিতে পারদর্শিতার অভাবে এখনো আমরা নানা সময় প্রতিকূলতা ও বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়ি। ইহার উত্তরণ তখনই সম্ভব যখন ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজি জানার ভিতটি তৈরি হইবে স্কুলজীবনে।